ইউনিট ৪ শিক্ষা দার্শনিক (১)

মানব সভ্যতার সংরক্ষণ ও বিকাশে শিক্ষার ভূমিকা অনন্য। মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে সমাজ ও জাতীয় জীবনে শৃঙ্খলা বিধান এবং জীবন মানের উন্নয়ন সাধনে শিক্ষা সর্বপ্রধান হাতিয়ার হিসেবে স্বীকৃত। যুগে যুগে বিভিন্ন দেশে দার্শনিক, পন্ডিত এবং শিক্ষকগণ শিক্ষার ক্ষেত্রে উৎকর্ষ সাধনে এবং শিক্ষার মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত ফল লাভের জন্য শিক্ষার লক্ষ্য, শিক্ষার বিষয়বস্তু, শিক্ষাব্যবস্থার স্বরূপ এবং শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কে দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন।

গ্রীস পাশ্চাত্য সভ্যতার আদি কেন্দ্র। প্রাচীন গ্রীকদের সংস্কৃতি ছিল উন্নত। খ্রিস্টের জন্মেরও বহু পূর্বে গ্রীসে এমন কয়েকজন প্রখ্যাত মনীষী জন্মগ্রহণ করেন যাঁদের দর্শন জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধনের জন্য মৌলিক ধারণা প্রদান করে। এ সকল ধারণা আজও বিশ্বকে প্রভাবিত করে। আমরা বর্তমান ইউনিটে প্রাচীন গ্রীসের কয়েকজন বিশিষ্ট দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ যেমন– সক্রেটিস, প্লেটো ও এরিষ্টটলের জীবনী, দার্শনিক মতবাদ এবং শিক্ষা দর্শনসহ শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করব।

পাঠ ৪.১ সক্রেটিস

এই পাঠ শেষে আপনি —

- সক্রেটিস-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখতে পারবেন।
- সক্রেটিস-এর দার্শনিক মতবাদ বর্ণনা পারবেন এবং
- সক্রেটিস-এর শিক্ষাদর্শন শিক্ষাদান পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

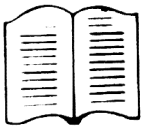

সক্রেটিস ঃ জীবন কথা

দার্শনিক সক্রেটিস গ্রীস দেশের এথেন্স নগরীতে খ্রিস্টপূর্ব ৪৭০ অব্দে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সফ্রনিস্কাস (Sophroniscus) একজন ভাস্কর এবং মাতা ফিনরিট (Phaenarite) একজন ধাত্রী ছিলেন। সক্রেটিসের শিক্ষাজীবন সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। অনেকের ধারণা, তিনি কোন শিক্ষকের কাছে লেখাপড়া করেননি। তিনি শৈশবে পিতার পেশা অবলম্বন করেন। তবে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে বিভিন্ন মৌলিক প্রশ্ন তাঁকে খুবই বিচলিত করে। তাই বাধ্য হয়ে ভাস্কর্য ছেড়ে দর্শনচিন্তায় আত্মনিয়োগ করেন। অবশ্য ভাস্করের পেশা থেকে তিনি জীবন সম্পর্কে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করেন। তিনি কিছুদিন সামরিক বাহিনীতে সৈনিক হিসেবে কাজ করেছিলেন এবং যুদ্ধে বিশেষ সাহসিকতা ও কর্তব্যপরায়ণতার স্বাক্ষর রাখেন। জানার অদম্য আগ্রহ তাঁকে সরা জীবন জ্ঞান অর্জনে ব্যাপৃত রাখে। নিরলস চেষ্টার ফলে তিনি জীবন ও দর্শন সম্পর্কে প্রভূত পান্ডিত্য অর্জন করেন। তাঁর রসবোধ ছিল প্রচুর। তিনি হালকা কৌতুক পছন্দ করতেন। কথাবার্তা ও আচরণে তিনি ছিলেন অমায়িক ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তাঁর জীবন ছিল ঋষির মতো এবং সম্পদের প্রতি তাঁর কোন লোভ ছিলনা। তাঁর সহিষ্ণুতা ও নৈতিকবল ছিল বিরল দৃষ্টান্ত।

দর্শন প্রচারের জন্য সক্রেটিসের কোন নির্দিষ্ট স্কুল বা একাডেমী ছিলনা। তিনি সমবেত জনতার সাথে দর্শন আলোচনায় ব্যাপৃত হতেন। কঠোর সাধনার বলেই তিনি দার্শনিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। পূর্ববর্তী দার্শনিকদের মতো তিনি দর্শন শিক্ষাদানের বিনিময়ে কোন অর্থ গ্রহণ করতেন না। শিষ্যদের আনুকূল্যে তাঁর সংসার চলত।

তাঁর মৃত্যু ছিল করুণ অথচ স্বতন্ত্র মহিমায় ভাস্বর। জাতীয় দেবদেবীকে অস্বীকার করে তিনি তাঁর নিজস্ব মতামত প্রচার করেন। এথেন্সের যুবকদের পথভ্রষ্ট করার কল্পিত অপরাধে তাঁর বিরুদ্ধে তৎকালীন পাদ্রী সম্প্রদায় অভিযোগ আনয়ন করে। প্রচলিত ধর্মমত মেনে নেওয়ার শর্তে তাঁকে ক্ষমা প্রদর্শনের আশ্বাস দেওয়া হয়। তিনি তাতে রাজী হননি এবং বিষপানে মৃত্যু দন্ডাদেশ মেনে নেন। খ্রিস্টপূর্ব ৪০০ অব্দে প্রায় ৭০ বৎসর বয়সে হেমলক নামীয় বিষপানে তাঁর মৃত্যু হয়।

সক্রেটিসের দার্শনিক মতবাদ

সক্রেটিস তাঁর দর্শনতত্ত্ব সম্পর্কে কোন লিখিত বিবরণ রেখে যাননি। আমরা তাঁর দুই প্রখ্যাত শিষ্য প্লেটো ও জেনোফেন্‌সের লেখনী থেকে তাঁর দর্শন সম্পর্কে জানতে পাই।

সার্বিক জ্ঞান

সক্রেটিসের মতে, অত্মজ্ঞান (self-knowledge) অর্জনই প্রত্যেক মানুষের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। তিনি মনে করতেন নৈতিক জ্ঞান জীবনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং আর সব জ্ঞান নৈতিকজ্ঞানের অধীন। সার্বিক জ্ঞান অর্জন বা সার্বিক ধারণা গঠন করাই সক্রেটিয় দর্শনের মূলকথা। সার্বিক জ্ঞান (concept) হল বস্তু সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান। কোন শ্রেণী বা জাতিসমূহের মধ্যে যে সাধারণ ও আবশ্যক গুণগুলো (common and essential attributes) রয়েছে তাদের সমষ্টিগত রূপই হলো সার্বিক জ্ঞান। সার্বিক জ্ঞানের সাহায্যে কেন বস্তু বা বিষয়কে যথার্থরূপে ব্যাখ্যা করা চলে। জ্ঞান অর্জনে প্রজ্ঞা (understanding) প্রয়োগের ওপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। সার্বিক জ্ঞান বা ধারণা অর্জনে তিনি প্রজ্ঞাকে দুভাবে ব্যবহার করে সত্যে উপনীত হতে বলেন। প্রথমত তিনি কোন শ্রেণীর ঘটনা বা বস্তুসমূহ পর্যবেক্ষণ করে তা থেকে সাধারণ সত্য বা নিয়ম প্রতিষ্ঠা করতে বলেন। এটি আরোহ পদ্ধতি (Inductive method) অনুসরণ করে হয়ে থাকে। অন্যদিকে, অবরোহ পদ্ধতি (Deductive method) আরোহ পদ্ধতির বিপরীত। আরোহ পদ্ধতির সাহায্যে প্রাপ্ত সার্বিক (universal) সিদ্ধান্ত কোন ঘটনা বা বস্তুর ওপর প্রযোজ্য হয় কিনা তা পরীক্ষা করা।

সক্রেটিসের আরোহ ও অবরোহ পদ্ধতি গণিত ও বিজ্ঞানের জ্ঞান অর্জনে অত্যন্ত ফলপ্রসূ হলেও তিনি নিজে গণিত ও বিজ্ঞানকে জীবনের জন্য মূল্যাবান বলে মনে করতেন না। তিনি বেশির ভাগ সময়ই শুধু নিজস্ব শহরে লোকদের সঙ্গে মেলামেশা ও দর্শন চর্চা করেছেন। সমাজ ও নীতি বিষয়ক চিন্তা তাঁর কাছে প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছিল। প্রকৃতি ও বস্তু বিষয়ক জ্ঞান তাঁর কাছে প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়নি। তাঁর সার্বিক জ্ঞান ও নীতিজ্ঞান বিষয়ক দর্শন তাঁকে মানব সভ্যতার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

শিক্ষাদর্শন ও শিক্ষাদান পদ্ধতি

শিক্ষা সম্পর্কে সক্রেটিসের সুস্পষ্ট মতামত ছিল। তিনি মনে করেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তিই সুপ্ত ক্ষমতার অধিকারী। শিক্ষার মাধ্যমে এই ক্ষমতা বিকশিত হয়। বস্তুত এই সুপ্ত ক্ষমতা বিকাশের মধ্যে দিয়ে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করে। তাঁর মতে, শিশুরা যখন শিক্ষকের কাছে আসে তখন নানা অভিজ্ঞতার পুঁজি নিয়ে আসে। শিক্ষকের কাজ হলো পুরানো ধারণাগুলোকে সুপরিচালিত করে জ্ঞান অর্জনের পথ সুগম করা।

সুপ্ত ক্ষমতার বিকাশ

প্রশ্নোত্তর বিশ্লেষণ

তাঁর শিক্ষাদান পদ্ধতি ছিল বৈপ্লবিক ধারণা সমৃদ্ধ। অনুকরণ করে শেখা ও মুখস্থ করাকে তিনি পছন্দ করেন নি। বিশ্লেষণ করা বা জ্ঞানের বিষয়কে খুঁটিয়ে দেখাই ছিল তাঁর শিক্ষাদান পদ্ধতির মূলকথা। তাঁর মতে মূল সত্যের অনুসন্ধানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মিলিত প্রয়াসই হচ্ছে শিক্ষা। একারণেই কথোপকথন, আলোচনা এবং প্রশ্নোত্তরকেই তিনি শিক্ষাদান কৌশল হিসেবে বেছে নেন। ভুল ধারণাগুলো নিরসন করে সঠিক ধারণা লাভের উপায় হিসেবে তিনি প্রশ্নোত্তর বিশ্লেষণ পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়েছেন। জ্ঞান অর্জনের এবং জ্ঞান প্রয়োগের জন্য তিনি আরোহ ও অবরোহ দু'রকমের পদ্ধতিকেই গ্রহণ করেছেন। তাঁর দর্শন তাঁর শিক্ষাদান পদ্ধতিকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করে। তাঁর শিক্ষাদান পদ্ধতির প্রভাব দূরপ্রসারী। আজ এতকাল পরেও শিক্ষাদানে প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, সামান্যীকরণের কৌশলগুলো সার্থকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

আরোহ ও অবরোহ পদ্ধতি

সারমর্ম

সক্রেটিসের মতে, প্রজ্ঞার ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে সার্বিক জ্ঞান অর্জন সম্ভব। এক্ষেত্রে আরোহ পদ্ধতিতে সামান্যীকরণ করে শ্রেণী বা জাতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। আর সামান্যীকরণের জ্ঞান দ্বারা বিশেষ বস্তু বা ঘটনার ব্যাখ্যা প্রদান করতে হবে। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর স্বীয় ক্ষমতার বিকাশ সাধনে সাহায্য করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১. সক্রেটিসের জন্মস্থান কোথায়?
   ক. কর্ডোভা
   খ. মাদ্রিদ
   গ. রোম
   ঘ. এথেন্স

২. সক্রেটিসের জীবনকাল —
   ক. খ্রিস্টপূর্ব ৪৮০ অব্দ হতে ৪১০ পর্যন্ত
   খ. খ্রিস্টপূর্ব ৪১০ অব্দ হতে ৪৮০ পর্যন্ত
   গ. খ্রিস্টপূর্ব ৪৭০ অব্দ হতে ৪০০ পর্যন্ত
   ঘ. খ্রিস্টপূর্ব ৪০০ অব্দ হতে ৪৭০ পর্যন্ত

৩. সক্রেটিসের মূল দর্শনতত্ত্ব কোন্‌টি?
   ক. বস্তুই জ্ঞানের উৎস
   খ. সার্বিক জ্ঞান অর্জনই প্রজ্ঞা
   গ. ইন্দ্রিয়ই হলো জ্ঞানের উৎস
   ঘ. অধ্যাত্মজ্ঞানই মানবজীবনের দিক নির্দেশক

৪. সক্রেটিসের আলোচনায় কোন্‌টি প্রাধান্য পেয়েছিল?
   ক. নৈতিক জ্ঞান
   খ. সৃষ্টির রহস্য
   গ. ঈশ্বরপ্রেম
   ঘ. মানবীয় জ্ঞান

৫. সক্রেটিসের শিক্ষাদান পদ্ধতি কোন্‌টি?
   ক. বক্তৃতা পদ্ধতি
   খ. অনুকরণ পদ্ধতি
   গ. সংশ্লেষণ পদ্ধতি
   ঘ. প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি

৬. সক্রেটিসের মতে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা কি?
   ক. শিক্ষার্থীকে জ্ঞান অর্জনে সাহায্য করা
   খ. শিক্ষার্থীকে বিষয়বস্তু বুঝিয়ে দেওয়া
   গ. শিক্ষার্থীর বাড়ির কাজ আদায় করা
   ঘ. শিক্ষার্থীকে বিষয়বস্তু মুখস্থ করতে সাহায্য করা

৭. সক্রেটিস কোন্‌ বিষয় শিক্ষাদানের প্রতি উৎসাহ দেখাননি?
   ক. নীতিবিজ্ঞান
   খ. ভৌতবিজ্ঞান
   গ. দর্শনশাস্ত্র
   ঘ. সমাজবিজ্ঞান

পাঠ ৪.২ প্লেটো

এই পাঠ শেষে আপনি —

- প্লেটোর জীবনী বর্ণনা করতে পারবেন।
- প্লেটোর দার্শনিক মতবাদের মূল কথা উল্লেখ করতে পারবেন এবং
- প্লেটোর শিক্ষাদর্শন ও শিক্ষাদান পদ্ধতি উল্লেখ করতে পারবেন।

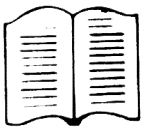

প্লেটো ঃ জীবনকথা

সক্রেটিসের প্রিয় শিষ্য প্লেটোর জন্ম তারিখ সম্পর্কে সঠিক করে বলা কঠিন। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৪২৭ অব্দে এথেন্সের এক ধনী ও অভিজাত পরিবারে প্লেটোর জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম অ্যারিস্টন (Ariston) এবং মাতার নাম পেরিকটিয়ন (Perictione)। পারিবারিক অনুকূল পরিবেশে শিক্ষা-দীক্ষার সব রকম সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন। তিনি কবিতা রচনা এবং চিত্রশিল্প অধ্যয়নে নিজেকে অধিক নিয়োজিত রাখেন। প্রথমে তিনি হিরাক্লিটাসের শিষ্য ক্রেটিলাসের (Cratylus) নিকট শিক্ষা লাভ করেন। ২০ বৎসর বয়সে তিনি সক্রেটিসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সক্রেটিসের জীবনের শেষে আটটি বৎসর প্লেটো তাঁর অনুগত শিষ্য এবং পরম বিশ্বস্ত বন্ধু হিসেবে কাজ করেন। সক্রেটিসের যুগে জন্ম লাভ করে এবং সক্রেটিসের শিষ্যত্ব লাভ করে নিজেকে তিনি গৌরবান্বিত মনে করতেন। তাঁর দর্শনে সক্রেটিসের প্রভাব অপরিসীম। প্রহসনপূর্ণ বিচারে সক্রেটিসের মৃত্যু তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বীতশ্রদ্ধ প্লেটো নিজের নিরাপত্তার তাগিদে দেশভ্রমণে বের হন।

দীর্ঘ ১২ বৎসরে তিনি মেগারা, সিরিন, মিশর, ইতালী ও সিসিলি পরিভ্রমণ করেন। এ সময়ে তিনি ইউক্লিডের (Euclid) সংস্পর্শে এসে পারমানাইডিসের (Parmenides) দর্শন এবং পিথাগোরাস সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে সংখ্যাতত্ত্ব অধ্যয়ন করেন। তাঁর দার্শনিক মতবাদে বিভিন্ন জায়গা হতে আহরিত জ্ঞানের প্রতিফলন দেখা যায়। ৪০ বৎসর বয়সে স্বদেশে ফিরে এসে তিনি স্কুল স্থাপন করেন যা প্লেটোর 'একাডেমী' নামে পরিচিত। বৈজ্ঞানিক গবেষণা, জ্ঞান ও সত্যের অনুশীলন এবং রাষ্ট্র পরিচালনা বিষয়ে শিক্ষাদানই এই একাডেমীর মূল কাজ ছিল। তিনি তাঁর সুবিখ্যাত *রিপাবলিক* (Republic) গ্রন্থে দার্শনিকদের দ্বারা শাসিত আদর্শ রাষ্ট্রের পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন। দুর্ভাগ্য তাঁর, সিরাকিউসের তরুণ রাজার আমন্ত্রনে দু'দুবার চেষ্টা করেও আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় তিনি ব্যর্থ হন। শেষবারের মতো একাডেমীতে ফিরে এসে তিনি শিক্ষকতা ও দর্শন চিন্তায় আত্মনিয়োগ করেন। প্রায় ৮০ বৎসর বয়সে খ্রিস্টপূর্ব ৩৪৭ অব্দে প্লেটো মৃত্যুবরণ করেন।

প্লেটোর দর্শন

প্লেটোর রচনাবলি ও দার্শনিক মতবাদ

প্লেটোর দার্শনিক মতবাদ তাঁর ভূয়োদর্শনের ফসল। চিন্তার গভীরতা ও মৌলিকত্বের জন্য তিনি খ্যাতি পেয়েছিলেন। তাঁর রচিত ৩৬ টি গ্রন্থ এবং কিছুসংখ্যক পত্র তাঁর দার্শনিক মতবাদসমূহের উৎস। তবে কয়েকটি পুস্তক তাঁর রচিত কিনা, সে সম্পর্কে গবেষকদের মধ্যে মতভেদ আছে। প্লেটোর গ্রন্থাবলি সংলাপ বা কথোপকথনের আকারে লেখা। এরা প্লেটোর *ডায়ালগস্* (Dialogues) নামে পরিচিত। সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ, বিশুদ্ধি ও সৌন্দর্য্যমন্ডিত রচনাশৈলী এবং যথোপযুক্ত হাস্যরস, রূপক ও শ্লেষের ব্যবহার তাঁর দর্শন গ্রন্থসমূহের সাহিত্যমূল্যও বাড়িয়েছে। তবে কয়েকটি বইকে খুবই দুর্বোধ্য বলা হয়ে থাকে। এসব পুস্তক মানবসমাজ, রাষ্ট্রব্যবস্থা, গণিত, জ্ঞানদর্শন, ন্যায়পরায়ণতা, যুদ্ধ ও শান্তি, মানবাধিকার, ধর্ম, শিক্ষা, বিশ্বরহস্য ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞানের আধার। তাঁর গ্রন্থসমূহকে তিন ভাগে ভাগ করে তাঁর দার্শনিক তত্ত্ব অনুশীলন করা যায় ঃ

- সক্রেটিস প্রভাবিত যৌবনকালের রচনা
- মেগারিক দর্শন প্রভাবিত রচনা এবং
- পিথাগোরাসের মতবাদ প্রভাবিত রচনা

পেল্টোর সব গ্রন্থেই সক্রেটিস জ্ঞানীর আদর্শ রূপে চিহ্নিত।

জ্ঞান ও সত্যের স্বরূপ

প্লেটোর জ্ঞান মতবাদের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে তাঁর বিখ্যাত ভাববাদ (Theroy of Ideas)। জ্ঞান কি? সত্য বলতে কি বোঝায়? এমন প্রশ্নগুলোর উত্তর নঞর্থক (Negative) ও সদর্থক (Positive) এ দু'ভাবেই দেওয়া যেতে পারে। প্লেটো ভ্রান্ত ও অসত্য মতবাদগুলোকে যুক্তির সাহায্যে খন্ডন করে জ্ঞান-মতবাদের সুস্পষ্ট ভিত্তি প্রস্তুত করার জন্য নঞর্থক পদ্ধতিকে বেছে নেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে অনুভূতি এবং ইন্দ্রিয় সাপেক্ষ জ্ঞান যে ভ্রান্ত ও মিথ্যা তা প্রদর্শনের জন্য যে সব যুক্তির অবতারণা করেন তা হল ঃ

- অনুভূতিই জ্ঞান - প্লেটো তাঁর পূর্ববর্তীদের এ মতবাদ অস্বীকার করেন। অনুভূতি যদি জ্ঞান হত, তা হলে তা ব্যক্তিবিশেষের খেয়াল-খুশীর ওপর নির্ভরশীল হত এবং সেই অনুভূতিকে ব্যক্তির জন্য সত্য বলে মেনে নিতে হত। কিন্তু এ সূত্র অচল এ কারণে যে, ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত অবধারণের (judgement) ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। কোন একজন বড় নেতার কাছে মনে হতে পারে যে, তিনি আগামী বছর রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবেন, কিন্তু দেখা গেল তিনি ঐ সময় করারুদ্ধ হয়েছেন। সুতরাং জ্ঞানকে ব্যক্তি বিশেষের অনুভূতির সমার্থক বলা চলে না।

- আবার অনেক সময় অনুভূতি বা প্রত্যক্ষণ পরস্পর বিরোধ সৃষ্টি করে থাকে। একই বস্তুকে দূর থেকে ছোট এবং কাছ থেকে বড় বলে মনে হয়। ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণই যদি জ্ঞান হয় তা হলে বস্তুটির আকার সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত পরস্পর বিরোধী ধারণা কিভাবে সত্য হতে পারে?

- সব অনুভূতি বা প্রত্যক্ষণ একই ভাবে সত্য হলে কোন বস্তু সম্পর্কে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অনুভূতির মাঝে পার্থক্য থাকত না। এরূপ হলে শিক্ষকের পক্ষে শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদান করা মোটেও সম্ভব নয়।

জ্ঞানের ভিত্তি প্রজ্ঞা বা বুদ্ধি

উল্লিখিত যুক্তির সাহায্যে প্লেটো দেখাতে চান যে, জ্ঞানকে ব্যক্তি মনের অনুভূতি বলে ধরে নিলে জ্ঞানের সর্বজনীনতা ও নৈর্ব্যক্তিকতা নষ্ট হয়ে যায়। এর ফলে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যও ঘুচে যায়। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সংবেদনের মধ্য থেকে সত্য উদ্ধার করতে হলে সংবেদনের মধ্যকার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যগুলোর সাথে পরিচিত থাকতে হয়। মানুষের বিচার-বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা বস্তু পরিচিতি ও অনুভূতি বিশ্লেষণে সাহায্য করে। তাই জ্ঞানের যথার্থ ভিত্তি বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা, বিশ্বাস নয়। প্রজ্ঞার সাহায্যে বস্তুকে পুরোপুরি জানার নামই জ্ঞান।

প্লেটোর মতে যথার্থ জ্ঞান এমন কিছুর নির্দেশক যা স্থায়ী ও সার্বিক। ''*সঠিক ধারণা*'' আমাদেরকে বাস্তব সত্যের সন্ধান দেয়। জ্ঞান মূলত প্রজ্ঞার ওপর প্রতিষ্ঠিত, কারণ প্রজ্ঞা সার্বিক ধারণার মৌলিক আধার। প্লেটো সক্রেটিসের সার্বিক ধারণার মতবাদকে স্বীকার করে নিয়ে এমন এক অধ্যাত্মবিজ্ঞানের (Metaphysics) সন্ধান দেন যা সক্রেটিসের জ্ঞান মতবাদ থেকে ভিন্ন। প্লেটোর ভাববাদ অনুসারে সার্বিক ধারণা মনের কেবলমাত্র একটা ধারণা নয়, এর এক নিরপেক্ষ, স্বাধীন ও স্বকীয় সত্তা আছে। ভাবগুলো সার্বিক ও সর্বজনীন এবং তা অবিনশ্বর ও অপরিবর্তনীয়। সৌন্দর্য বা সুন্দর ভাব (idea of beauty) না থাকলে '*মেয়েটি কত সুন্দরী*' তা বলা যায় না। ভাব জানা না থাকলে ব্যক্তি উক্ত ভাব থেকে কতটা বিচ্যুত তা বলা যায় না। তাই ন্যায়পরায়ণতা, মঙ্গল, সৌন্দর্য (Idea of justice, good and beauty) যেমন একটি ভাব তেমনি শারীরবস্তু বিষয়ক ভাব (Ideas of corporal things), নীচ প্রবৃত্তিমূলকভাব এবং বস্তু বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় ভাবসমূহের কথাও উল্লেখ করা যায় না। প্লেটোর ভাববাদের ব্যাপ্তি আরো প্রসারিত। শিক্ষার ক্ষেত্রে প্লেটোর ভাববাদের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে।

শিক্ষাদর্শন ও শিক্ষাদান পদ্ধতি

ভাববাদী দার্শনিক প্লেটো তাঁর ভাবাদর্শের নিরিখে আদর্শ রাষ্ট্রের কল্পিত চিত্র প্রদান করেছেন তাঁর *রিপাবলিক* গ্রন্থে। আদর্শ রাষ্ট্রের অভিভাবক বা শাসক শ্রেণী, সৈনিক এবং কারিগর শ্রেণীগত নাগরিক সৃষ্টিতে রাষ্ট্রীয় শিক্ষাব্যবস্থার ব্যাখ্যার মধ্যে দিয়ে তাঁর শিক্ষাদর্শনের রূপ ফুটে ওঠে। তাঁর মতে শিক্ষা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলেই শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষাক্রম পাঠ্যসূচি রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হতে হবে।

শিক্ষা সম্পর্কে প্লেটোর চিন্তা ঃ

- শিক্ষা ব্যতীত ব্যক্তির কোন উন্নতি সম্ভব নয় এবং শিক্ষা আত্ম-শাসন ক্ষমতার বিকাশ ঘটায়
- শিক্ষা ব্যক্তিকে পাপ থেকে নিবৃত্ত করে
- শিক্ষার কাজ হলো সত্য ও কল্যাণের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ ও সৃষ্টি করা, ভাব শিক্ষাদান করা নয় এবং
- মানুষের নৈতিক পূর্ণতা সৃষ্টি করে এমন জ্ঞান-ই শিক্ষা।

শিক্ষাক্রমিক ও সহশিক্ষাক্রমিক কাজের সমন্বয়

প্লেটোর শিক্ষাদর্শনে শিক্ষাক্রমিক ও সহশিক্ষাক্রমিক শিক্ষা কার্যের সমন্বয় ঘটেছে। তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রের শিক্ষাস্তর দুটি ঃ প্রাথমিক ও উচ্চতর। প্রাথমিক স্তর মূলত মাতৃগর্ভে শিশুর পরিচর্যা থেকে শুরু হয়ে ২০ বৎসর বয়স পর্যন্ত বিস্তৃত। এ শিক্ষা সর্বজনীন। উচ্চতর শিক্ষা সীমিত সংখ্যক উপযুক্ত লোকের জন্য। বিভিন্ন পর্যায়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে এ শিক্ষা ৫০ বৎসর বয়স পর্যন্ত চলবে এবং ব্যক্তি রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব লাভ করবে। এ শিক্ষা জীবনব্যাপী শিক্ষা। ব্যক্তির সুপ্ত ক্ষমতার সর্বোচ্চ বিকাশই তাঁর শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য।

প্রাথমিক শিক্ষা

প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর মত হচ্ছে, শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তাকে মা-বাবার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় প্রতিপালন ও শিক্ষাদান করতে হবে। শিক্ষাদানে শিশুর অনুরাগ ও প্রবণতার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষার প্রধান বিষয় হিসেবে তিনি ব্যায়াম ও সংগীতকে বেছে নেন। তবে তিনি সঙ্গীতকে সংস্কৃতি অর্থে ব্যবহার করেছিলেন। তাঁর শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য ছিল সুস্বাস্থ্যের অধিকারী নাগরিক সৃষ্টি করা। শরীর চর্চা শিক্ষা কঠোর না হয়ে এমন সহজ হবে যা দেহে সুস্বাস্থ্য সৃষ্টি করে। অন্যদিকে, সাহিত্য ও সংগীতের ক্ষেত্রে তিনি মনে করতেন যে, অনুমোদিত গল্প শিক্ষাদানের মাধ্যমে শিশুদের নৈতিকতার বিকাশে সাহায্য করতে হবে। শিশুদের দুঃখদায়ক বা ভয়ংকর কাহিনীর মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া যাবে না। সংগীত শিক্ষাদানে সহজ যন্ত্র ব্যবহার করতে হবে এবং ছন্দ সহজ হতে হবে। তাঁর মতে, সংগীত সরলতা ও চরিত্রের শৃঙ্খলা ঘটায়। উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যায়াম শিক্ষা ও সঙ্গীত শিক্ষা ছাড়াও বিজ্ঞান, গণিত, দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা, কৃষিকার্য, নৌবিদ্যা, সামরিক কৌশল শিক্ষাদনের ব্যবস্থা ছিল। বিষয়বস্তু উপস্থাপনে তিনি তাঁর গুরু সক্রেটিসের পদ্ধতি অনুসরণ করেন।

জ্ঞানের বিষয়গুলো আলোচনার ক্ষেত্রে সক্রেটিস 'প্রশ্নোত্তর বিশ্লেষণ পদ্ধতি' অবলম্বন করেছেন। প্লেটোও তাঁর বক্তব্য পরিবেশনের ক্ষেত্রে প্রশ্নোত্তরে আলোচনা করেছেন। তিনি জ্ঞানের জটিল বিষয়গুলো উপস্থাপন করেছেন প্রশ্নের মাধ্যমে এবং পারস্পরিক মত বিনিময়ের মধ্য দিয়ে সত্যে বা সমস্যার সমাধানে উপনীত হয়েছেন।

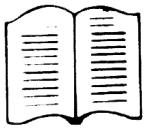

সারমর্ম

প্লেটো জ্ঞানতত্ত্বের সার্বিক ধারণার বিকাশ সাধন করেন এবং জ্ঞান চর্চায় তিনি ভাববাদের প্রবর্তক। তিনি তাঁর কল্পিত আদর্শ রাষ্ট্রের উপযোগী নাগরিক তৈরির জন্য জবীনব্যাপী শিক্ষাভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করেন। শিক্ষাদানে অনুরাগ, প্রবৃত্তি, ধারণ ক্ষমতা ইত্যাদির ওপর গুরুত্ব আরোপ করে তিনি শিক্ষণে বৈপ্লবিক চেতনার সূত্রপাত করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১. কোন্ দার্শনিক প্লেটোর জীবনে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেন?
   ক. পিথাগোরাস
   খ. ইউক্লিড
   গ. সক্রেটিস
   ঘ. হিরাক্লিটাস

২. প্লেটো প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম কি?
   ক. লাইসিয়াম
   খ. একাডেমী
   গ. ইনস্টিটিউট
   ঘ. স্কুল

৩. প্লেটো কোন্ মতবাদের জন্য খ্যাত?
   ক. ভাববাদ
   খ. প্রয়োগবাদ
   গ. সমাজবাদ
   ঘ. বস্তুবাদ

৪. প্লেটোর মতে কোন্টি সত্য?
   ক. অনুভূতিলব্ধ জ্ঞানই সত্য
   খ. প্রকৃত জ্ঞানের ভিত্তি বিশ্বাস
   গ. বস্তুই জ্ঞানের আধার
   ঘ. প্রকৃত জ্ঞানের ভিত্তি প্রজ্ঞা

৫. প্লেটোর শিক্ষা সম্পর্কিত মত কোন্টি?
   ক. শিশুকে ভাব শিক্ষাদান করতে হবে
   খ. কঠোর শৃঙ্খলার মধ্যে শিশুকে শিক্ষাদান করতে হবে
   গ. শিক্ষার মাধ্যমে আত্মশাসন ক্ষমতার বিকাশ সাধন করতে হবে
   ঘ. শিশুকে খেলার মাধ্যমে শিক্ষা দিতে হবে

৬. প্লেটোর রচনাশৈলীর বৈশিষ্ট্য কোন্টি?
   ক. রচনাধর্মিতা
   খ. সংলাপধর্মিতা
   গ. সাংকেতিকতা
   ঘ. চিত্রধর্মিতা

পাঠ ৪.৩ এরিস্টটল

এই পাঠ শেষে আপনি —

- এরিস্টটল-এর জীবনী সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণনা করতে পারবেন;
- এরিস্টটল-এর দার্শনিক মতবাদের মূল কথা উল্লেখ করতে পারবেন এবং
- এরিস্টটল-এর শিক্ষাদর্শন ও শিক্ষাদান পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।

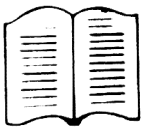

এরিস্টটল ঃ জীবনকথা

খ্রিস্টপূর্ব আনুমানিক ৩৮৫ অব্দে বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক এরিস্টটল গ্রীসের অন্তর্গত চালকিডিসের স্ট্যাগিরা নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা নিকোম্যাকাস মেসিডনের রাজার গৃহচিকিৎসক ছিলেন। তিনি এক পারিবারিক বন্ধুর তত্ত্বাবধানে কিছুকাল লেখাপড়া করেন। ১৮ বৎসর বয়সে তিনি এথেন্সে আসেন এবং প্লেটোর একাডেমীতে ভর্তি হন। তিনি দীর্ঘকাল গুরু প্লেটোর সাহচর্যে জ্ঞানচর্চা করেন এবং দর্শনশাস্ত্রে প্রভূত জ্ঞান লাভ করেন। খ্রিস্টপূর্ব ৩৪৩ থেকে ৩৪০ অব্দ পর্যন্ত তিনি মহাবীর আলেকজাণ্ডারের শিক্ষকতা করেন। এরিস্টটলের মেধার স্বীকৃতি স্বরূপ প্লেটো তাঁকে '*একাডেমীর মনীষা*' অভিধায় ভূষিত করেন। কিন্তু প্লেটোর দার্শনিক মতবাদের জটিল ব্যাখ্যা প্রদানের ফলে গুরু-শিষ্যের মধ্যে বিভেদ অনিবার্য হয়ে ওঠে। তিনি বলতেন ''প্লেটো প্রিয় কিন্তু সত্য প্রিয়তর।'' এই বিরোধের ফলে খ্রিস্টপূর্ব ৩৩৪ অব্দে তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান লাইসিয়াম (Lyceum) গড়ে তুলেন। সেখানে তিনি পায়চারী করে দর্শন শিক্ষাদানের প্রথা চালু করেন। এজন্য তাঁর সম্প্রদায়কে পদচারী (Peripatetic) সম্প্রদায় নামে অভিহিত করা হয়। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর এরিস্টটলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও নাস্তিকতার আভিযোগ আনা হয়। সক্রেটিসের করুণ পরিণতির কথা ভেবে এথেন্সবাসীকে দর্শনের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় পাপ করার সুযোগ না দেওয়ার জন্য তিনি কল্‌চিস (Chalchis) শহরে পালিয়ে যান। সেখানে খ্রিস্টপূর্ব ৩২২ অব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

দার্শনিক মতবাদ

এরিস্টটল বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। জ্ঞানের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই কোন না কোন গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর গ্রন্থসমূহকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায় —

১. অর্গানন (Organon) তর্কশাস্ত্র
২. অধ্যাত্মদর্শন (Metaphysics)
৩. জড় বিজ্ঞান বা প্রকৃতি দর্শন (Philosophy of Nature)
৪. নীতি বিজ্ঞান (Ethics) এবং
৫. সৌন্দর্য বিজ্ঞান বা শিল্প মতবাদ

জ্ঞানের উৎসরূপে অভিজ্ঞতা

এরিস্টটলের মতে আভিজ্ঞতাই জ্ঞানের উৎস। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই আমরা চরম নীতিমালার বিজ্ঞানে উপনীত হতে পারি। যেমন, গাছের পাতা সবুজ শুধু এ তথ্য হতে পাওয়া জ্ঞান গাছের পাতা সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান নয়। গাছের পাতা সবুজ কেন, গাছের পাতার সবুজ অংশের কাজ কি, কখন এবং কোন শর্তাধীনে পাতার সবুজ অংশ কাজ করে থাকে ইত্যাদি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর জানার মাধ্যমেই যথার্থ জ্ঞান আহরণ সম্ভব। মূলত অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া তথ্যাবলীর ভিত্তিতে যথার্থ ধারণা লাভকেই তিনি জ্ঞান বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে, দর্শন বা ব্যাপক অর্থে বিজ্ঞানের মাধ্যমে যথার্থ যৌক্তিক জ্ঞান লাভ করা সম্ভব। যে বিজ্ঞান বা দর্শন বস্তুর পরম ও প্রাথমিক কারণসমূহ নির্ণয় করতে চায় তা এরিস্টটলের মতে মুখ্য বা প্রাথমিক দর্শন। যে কোন বিশেষ বিজ্ঞানের একটি স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য থাকে। তাই বিশেষ বিজ্ঞান হলো গৌণ দর্শন (secondary philosophy)। এরিস্টটলের প্রাথমিক দর্শন ও গৌণ দর্শনের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। গৌণ দর্শন বা বিশেষ বিজ্ঞানসমূহের মিলিত উদ্দেশ্য এবং প্রাথমিক দর্শনের উদ্দেশ্যের মধ্যেও কোন পার্থক্য নেই। প্রাথমিক দর্শন যে সত্তার স্বরূপ নির্ণয়ে ব্যাপৃত বিজ্ঞান বা খণ্ড দর্শনগুলোও সেই একই সত্তার ভিন্ন ভিন্ন দিকের আলোচনায় নিয়োজিত। দর্শন বা জ্ঞানের এই ধারণার ফলে জ্ঞান চর্চার পথ বাস্তব ভিত্তি লাভ করেছে।

মুখ্য ও গৌণ দর্শন

জ্ঞানের অনুশীলনে যুক্তিবিদ্যা

জ্ঞান অর্জনে বা জ্ঞানের অনুশীলনে এরিস্টটল যুক্তিবিদ্যার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। যুক্তিবিদ্যাকে তিনি জ্ঞানের যে কোন ক্ষেত্রে ব্যবহারের উপযোগী বৈজ্ঞানিক গবেষণার উপায় বলে মনে করেন। নীতিবিজ্ঞান সম্পর্কে তিনি বলেন যে, ভালো এবং মন্দ এ দুয়ের পার্থক্য বিচারেই নীতিজ্ঞান নিহিত রয়েছে। সৎ ও সুশৃঙ্খল সমাজ প্রতিষ্ঠাই মানব জীবনের লক্ষ্য। এজন্য মানব জীবনের জন্য গ্রহণীয় আচরণগুলো ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করা দরকার। তাঁর মতে, মানুষের ক্ষেত্রে নৈতিক নিয়ম সহজাত নয়। কারণ মানুষের প্রজ্ঞা বা বিচারবুদ্ধি রয়েছে। বিচার-বুদ্ধির সর্বোত্তম প্রয়োগে সু-অভ্যাসগুলো অনুশীলনের মাধ্যমে নৈতিক নিয়ম শিক্ষা করা যায়। নৈতিকতার অনুশীলন মানুষকে মহৎ মানবে রূপান্তরিত করে।

এরিস্টটল ছিলেন জ্ঞানের মহাকাশস্বরূপ। জ্ঞানের প্রসারতা, মৌলিকত্ব ও প্রভাবের দিক থেকে তিনি দর্শনের একজন মহান ব্যক্তিত্ব। আজকের বিশ্বের জ্ঞানের বিবিধ শাখা-প্রশাখা তাঁর জ্ঞান দর্শনের ফসল। এ কারণে 'তাঁকে জ্ঞানী ব্যক্তিদের প্রভু' বলা হয়ে থাকে।

শিক্ষাদর্শন ও শিক্ষাদান পদ্ধতি

এরিস্টটলের শিক্ষাদর্শনে তাঁর জ্ঞান সম্পর্কিত মতবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। অভিজ্ঞতা অর্জনের মধ্য দিয়ে শিক্ষা লাভ এবং অনুশীলনের মাধ্যমে সু-অভ্যাসসমূহ গঠনের উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর মতে, নৈতিক নিয়ম কানুনের অনুসারী নাগরিক সৃষ্টির জন্য শিক্ষাব্যবস্থা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন হওয়া উচিত।

আলোচনা, কথোপকথন, বর্ণনা ও বক্তৃতা

শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে ছাত্র-শিক্ষক সু-সম্পর্কের ওপর তিনি বিশেষ জোর দিয়েছেন। তাঁর '*লাইসিয়ামে*' শিক্ষক-শিক্ষার্থীর পারস্পরিক সহযোগিতা সে যুগে একটি আদর্শ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। সক্রেটিসের পূর্বে সফিস্ট যুগে গ্রীসে শিক্ষকগণ উচ্চে অবস্থান করতেন। তাঁরা প্রভুর মতই ছাত্রদের মধ্যে নিজেদের গুণ সঞ্চালন করতেন। শিক্ষার্থী ছিল নিষ্ক্রিয়, নির্দেশপালক মাত্র। এরিস্টটলের শিক্ষাদান অভিজ্ঞতাভিত্তিক - শিক্ষার্থী সেখানে সক্রিয়। তবে তিনি শিক্ষাদানে প্রয়োজন মতো আলোচনা, কথোপকথন, বর্ণনা প্রদান ও বক্তৃতাও অনুমোদন করেন। তিনি শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে বিশেষ সত্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সাধারণ সত্য প্রতিষ্ঠার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেন। শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শারিরীক ও মানসিক বিকাশের ওপরও তিনি সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

শিক্ষাদান পদ্ধতির ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান ঃ

- **আলোচনা ঃ** বিশেষ দৃষ্টান্ত উপস্থাপনের মাধ্যমে আলোচনার সূত্রপাত, পারস্পরিক মত বিনিময় ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা সর্বায়ন।
- **কথোপকথন ঃ** দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক - নির্দিষ্ট বিষয় ও ধারাক্রম অনুসরণ এবং সত্যের আবিষ্কার।
- **বর্ণনা দান ঃ** অভিজ্ঞতাভিত্তিক বিষয়ের পর্যায়ক্রমিক বর্ণনা, আলোচনা ও সার্বিক ধারণা লাভ।

এরিস্টটল অনুসৃত শিক্ষাদান পদ্ধতির লক্ষণীয় দিকটি হল শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা ও স্বাধীনতা। সক্রিয়তা বলতে অংশগ্রহণকেই বোঝানো হয়েছে। জ্ঞানের অনুশীলনে তিনি সচেতনভাবেই একপাক্ষিকতা পরিহার করেছেন। 'স্বাধীনতা' বলতে ব্যক্তির স্বাধীন বা নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করার অধিকারকে বোঝানো হয়েছে। এরিস্টটল জ্ঞানের অনুশীলন উৎকর্ষ সাধনে ব্যক্তি চিন্তা ও মননের বৈচিত্র্যকে অনুপ্রাণিত করেছেন।

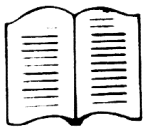

সারমর্ম

এরিস্টটল জ্ঞান অর্জনে অভিজ্ঞতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেন এবং জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি শিক্ষায় শরীর ও মনের বিকাশকে অনেক উচ্চে স্থান দেন। শিক্ষাদানে তিনি আরোহ পদ্ধতির প্রয়োগসহ আলোচনা, কথোপকথন, বর্ণনা ও বক্তৃতা পদ্ধতি ব্যবহার করেন। শিক্ষাদান শিক্ষার্থীর সক্রিয়তাকে তিনি খুব উচ্চে স্থান দেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১. এরিস্টটলের মতে জ্ঞানের উৎস কি?
   ক. প্রজ্ঞা
   খ. অভিজ্ঞতা
   গ. ভাব
   ঘ. সার্বিক ধারণা

২. এরিস্টটলের মতে যৌক্তিক জ্ঞানের উৎস কোন্‌টি?
   ক. যুক্তিবিদ্যা
   খ. নীতিবিজ্ঞান
   গ. অধ্যাত্মদর্শন
   ঘ. সৌন্দর্যবিজ্ঞান

৩. কোন্‌টি প্রাথমিক মুখ্য দর্শন?
   ক. প্রকৃতিবাদ
   খ. নীতিশাস্ত্র
   গ. ভাবজগত
   ঘ. দর্শনশাস্ত্র

৪. এরিস্টটলের শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশুকে কিভাবে দেখেছেন?
   ক. সক্রিয়
   খ. নিষ্ক্রিয়
   গ. শ্রোতামাত্র
   ঘ. অনুসরণকারী

৫. শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে এরিস্টটল কোন্‌টির ওপর গুরুত্ব দেন?
   ক. শিক্ষকের জ্ঞান শিক্ষার্থীর মধ্যে সঞ্চালন
   খ. অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষা লাভ
   গ. বস্তুর ভাব শিক্ষাদান
   ঘ. বস্তু সম্পর্কে সার্বিক ধারণা অর্জন

৬. এরিস্টটলের মতে নৈতিক নিয়ম শিক্ষাদানে কোন্‌ বিষয়ের প্রতি জোর দিতে হবে?
   ক. সু-অভ্যাস অনুশীলন
   খ. সহজাত প্রবৃত্তির অনুসরণ
   গ. নৈতিক নিয়মের ভাব উপলব্ধি
   ঘ. অধ্যাত্মদর্শন অধ্যয়ন

চূড়ান্ত মূল্যায়ন — ইউনিট ৪

সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্ন

১. সক্রেটিসের মতে কিভাবে সার্বিক জ্ঞান অর্জন করা যায়?
২. সক্রেটিসের শিক্ষাদান পদ্ধতি উল্লেখ করুন।
৩. ভাববাদের মূল বক্তব্য তুলে ধরুন।
৪. প্লেটোর মত অনুসারে শিশু শিক্ষার শিক্ষাক্রম কেমন হওয়া উচিত?
৫. এরিস্টটলের প্রাথমিক দর্শন ও গৌণ দর্শনের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করুন।
৬. এরিস্টটলের মত অনুসারে কিভাবে শিশুকে শিক্ষাদান করা উচিত?

উত্তরমালা — ইউনিট ৪

পাঠ ৪.১

১. ঘ ২. গ ৩. খ ৪. ঘ ৫. ঘ ৬. ক ৭. খ

পাঠ ৪.২

১. গ ২. ক ৩. ক ৪. ঘ ৫. খ ৬. খ

পাঠ ৪.৩

১. খ ২. ক ৩. খ ৪. ক ৫. খ ৬. ক